জীবননগরে পুলিশের অভিযানে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ গ্রেফতার ১০

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৯ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি এবং ৫ বোতল ফেনসিডিলসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার ও আজ রবিবার জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিরা হলেন— উপজেলার বাঁকা গ্রামের মৃত আনোয়ার সর্দারের মেয়ে জরিনা খাতুন (৫৪) ও নুরুন নাহার খাতুন (৪১), আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়নের পাকা গ্রামের সিদ্দিক মণ্ডলের ছেলে ছাব্বির হোসেন (২১), একই গ্রামের মৃত নুর মিয়ার ছেলে সবুজ ইসলাম (২৮), মৃত ফয়উদ্দিনের ছেলে আরিফুল ইসলাম (২২), বাঁকা গ্রামের মৃত আনোয়ার আলী সর্দারের ছেলে জামাল হোসেন (৫৫), জাহাঙ্গীর হোসেন (৪২), বাবুল সর্দার (৫২) ও ফুলু খাতুন (৪৩)।

অন্যদিকে, গোয়ালপাড়া গ্রামের মৃত যোগেন্দ্র নাথের ছেলে রাজু মণ্ডল (৬০) কে ৫ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মামুন হোসেন বিশ্বাস জানান, ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিদের গ্রেফতারে ও মাদক নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। আটককৃতদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

জীবননগরে হোন্ডা মোটরসাইকেল

শোরুমের শুভ উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে হোন্ডা মোটরসাইকেল নতুন শোরুম ‘জাকির হোন্ডা’-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার (৫ অক্টোবর) দুপুরে জীবননগর কালিগঞ্জ রোড সংলগ্ন জীবননগর থানা মডেল পাইলট হাইস্কুলের সামনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাকির হোন্ডার স্বত্বধিকারী জাকির হোসাইনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের চিফ মার্কেটিং অফিসার (সিএমও) শাহ মোহাম্মদ আশিকুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু, চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক তাজুল ইসলাম, জীবননগর থানার সাব-ইন্সপেক্টর হাসান, সহ প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শোরুমের স্বত্বাধিকারী জাকির হোসাইন অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন,স্থানীয় গ্রাহকদের উন্নত মানের মোটরসাইকেলের সেবা দিতে ‘জাকির হোন্ডা’ সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। এছাড়াও এই শোরুমে হোন্ডা মোটরসাইকেলের সকল প্রকার খুচরা যন্ত্রাংশ সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হবে। আমরা গুণগত মানে বিশ্বাসী। সুতরাং মোটরসাইকেল প্রেমীদের জন্য হোন্ডার সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

আলোচনা শেষে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সাংবাদিকবৃন্দের উপস্থিতিতে ফিতা ও কেক কেটে শোরুমের শুভ সূচনা করা হয়।

দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে

ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনিত চূয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি নমিনী জেলা আমীর এডভোকেট রুহুল আমিন বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। কোনো ব্যবাসায়ীকে আর চাঁদা দিতে হবে না। বাধাহীন ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য যা যা করার দরকার তাই করা হবে।

গতকাল শনিবার দুপুর ১২ টার সময় জীবননগর জামায়াত অফিসে আই.বি.ডব্লিউ.এফ এর আয়োজনে উপজেলা সভাপতি শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনিত চূয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি নমিনী জেলা আমীর এডভোকেট রুহুল আমিন।

জীবননগর উপজেলার ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভা কালে তিনি বলেন, ব্যবসায়ীদের সকল প্রতিবন্ধকতা দুর করা হবে। তিনি আরো বলেন, দাড়িপাল্লায় ভোট দিলে জিতে যাবে জনগণ। জামায়াতে ইসলামী সাধারণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠির চাওয়া পাওয়া কে মাথায় নিয়ে দেশ পরিচালনা কররে। দাড়িপাল্লা সাধারণ মানুষের প্রিয় প্রতীক। তিনি বলেন, যারা আপনাদের বন্ধু হবেনা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করুন। আমরা আপনাদের উত্তম বন্ধু হতে চাই। জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে এ দেশে উন্নতি আর দূর্নীতি একসাথে চলবে না। সব রকম দূর্নীতিকে জাদুঘরে পাঠানো হবে। জামায়াত মানুষের হক তার দোর গোড়ায় পৌছে দিতে চাই। আমরা শাসক নই বরং জনগণের সেবক হতে চাই। জীবননগর হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করে স্বাস্থ্য সেবার মান আরো উন্নত করা হবে।

গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার নায়েবে আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সহকারি সেকেটারি আই.বি ডব্লিউ এফ এর জেলা সভাপতি আব্দুল কাদের, জেলা সেক্রেটারি আবু উবাইদা, জেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক জিয়াউল হক, জীবননগর উপজলো আমীর মাওলানা সাজেদুর রহমান, নায়েবে আমীর সাখাওয়াত হোসেন, হাফেজ বিল্লাল হোসেন, জীবননগর উপজলোর সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা আবু বকর, উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি মাজেদুর রহমান লিটন, ব্যবসায়ী নেতা মোতাহারুল ইসলাম, আড়িয়ার খান, আশাদুল

ইসলাম, মাওলানা জসিম উদ্দীন, আতিয়ার রহমান, যুবনেতা মাহিদুল ইসলাম, আব্দুল মোতালেব,আশিকুর রহমান প্রতিক, সোহেল তানভীর, সায়মুম শাহরিয়ার ও নাজমুল মৃধা প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ৪২ জন হাফেজকে সংবর্ধনা প্রদান

আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ডাউকি ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ৪২ জন হাফেজে কুরআনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

শনিবার সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে কুরআনের হাফেজদের হাতে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের আমির শফিউল আলম বকুল এবং ডাউকি ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মো. সাজিদুর রহমান (সজীব)। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ডাউকি ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি মো. আব্দুস সালাম।

সঞ্চালনা করেন ইউনিয়ন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি শরিফুল ইসলাম। বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, মানবতার সেবা, দেশ পরিচালনায় যোগ্যতা অর্জন এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করাই ইসলামী জীবনের মূল উদ্দেশ্য। তরুণ হাফেজরা সমাজে কুরআনের আলো ছড়িয়ে দিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। এজন্য তাদের জীবন হতে হবে আদর্শ ও আমলনিষ্ঠ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আজ যারা হাফেজে কুরআন হয়েছেন তারা আগামী দিনের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে এই তরুণ হাফেজরাই দেশকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় ধর্মপ্রাণ জনগণ, বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, শিক্ষক, অভিভাবক, হাফেজ ও সুধী সমাজের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে ডাউকি ইউনিয়নে ধর্মীয় ও সাংগঠনিক আবহ সৃষ্টি হয়। স্থানীয়ভাবে জামায়াতের এই উদ্যোগকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় সেনা-পুলিশের অভিযানে অস্ত্রসহ যুবক আটক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার ও এক যুবককে আটক করা হয়েছে। আজ শনিবার ভোররাতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সমন্বয়ে কেশবপুর পূর্বপাড়ায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সেনাবাহিনী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই দিন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোর রাত ২টা ১৫ মিনিট থেকে সকাল ৬টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত অভিযান চলেছে। সেনাবাহিনীর বিএ-১০৯৪৯ ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে নিহত জসিমের ছেলে সোয়াদের বাড়ি ঘেরাও করা হয়। তল্লাশির এক পর্যায়ে উদ্ধার করা হয় একটি শটগান, পাঁচ রাউন্ড গুলি, নয়টি ধারালো দেশীয় অস্ত্র এবং একটি ঢাল।

গ্রেপ্তার সোয়াদ কেশবপুর পূর্বপাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে অবৈধ অস্ত্র মজুদের কথা স্বীকার করেছে বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে। পরে তাকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মাসুদুর রহমান জানিয়েছেন, আটক যুবকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

দর্শনায় ট্রেনে ধাক্কা লেগে ভ্যানচালকের মৃত্যু

দর্শনায় বেনাপোল এক্সপ্রেস টেনে ধাক্কা লেগে ভ্যান চালক সবদদুলের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার ৩ অক্টোবর ভোর ৫ টার দিকে দর্শনা হল্ট স্টেশনের পাশে নিজ বাড়ি সংলগ্ন স্থানে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সবদুল (৪৬) কুষ্টিয়া জেলার সাঁওতা গ্রামের মৃত, আজিজের ছেলে। সে দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের হার্ট ডিসিশন বাজার পাড়ার আবু সামার জামাতা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত ভ্যানচালক সব্দুল বিবাহ সূত্রে দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রাম হল্ট স্টেশন পাড়ায় জমি কিনে নিজ বসত বাড়িতে বসবাস করে আসছিল। স্টেশন সংলগ্ন বাড়ি হওয়ায় ভ্যান চালানো সহ ট্রেনের কাঁচামাল একস্থান থেকে অন্য স্থানে বহন কাজে নিয়োজিত ছিলো। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল রাত আড়াইটার দিকে গোয়ালন্দ (নকশি কাঁথা) ট্রেনের মালামাল বহন করে বাড়িতে ঘুমাতে যায়। শুক্রবার সাড়ে পাঁচটার দিকে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের ভাড়া মারার জন্য চোখে ঘুম নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে রেল লাইনের ধার দিয়ে পায়ে হেটে স্টেশনের উদ্দেশ্যে আসছিলো ।

এ সময় দুর্ঘটনাবশত ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বেনাপোল গামী বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় লাইনের পাশে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে ভোর পেরিয়ে সকাল হলে স্থানীয় লোকজন সবদুলের মৃত দেহ দেখতে পায়। পরে পরিবারের লোকজন ঘটনা স্থলে এসে তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে দর্শনা জিআরপি পুলিশের ইনচার্জ রফিকুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনা খবর শোনার পরপরই ঘটনাস্থলে আমরা পৌঁছায়। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তবে নিহাতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকাই লাশ দাফন কার্যের জন্য পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে নিহত পরিবারের সদস্যরা জানায়, গতকাল শুক্রবার বাদ জুম্মার শেষে দক্ষিণ চাঁদপুর জামে মসজিদে জানাজা নামাজের পর নতুন গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে। মৃত্যুকালে নিহত ভ্যানচালক সবদুলের একটা ছেলে সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

দর্শনায় সাংবাদিক চঞ্চল মেহেমুদকে শারিরীক নির্যাতন করায় প্রতিবাদ সভা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পরিকল্পিতভাবে সাংবাদিকের ওপর ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনা ঘটেছে। দৈনিক পশ্চিমঅঞ্চল এর সংবাদকর্মী ও দর্শনা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি চঞ্চল মেহেমুদকে কৌশলে ডেকে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন ও অপমান করা হয়। এ ঘটনায় সাংবাদিক সমাজে ক্ষোভের ঝড় উঠেছে।

সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে ডায়াপ্যাথ কোম্পানির সাবেক প্রধান নির্বাহী মো. বজলুর রহমানের কাছে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে মো. মহিদ জোয়ার্দারের ইন্ধনে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ হামলা চালানো হয়। সেখানে সাংবাদিক চঞ্চল মেহেমুদকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল ও শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করা হয়।

এ মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার ৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় দর্শনা প্রেসক্লাবে এক জরুরি সভা বসে। প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. ইকরামুল হক পিপুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও ধিক্কার জানানো হয়। সর্বসম্মতিক্রমে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমনে,র সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মো. মনিরুজ্জামান ধীরু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. ওসমান আলী, জাহিদুল ইসলাম, সহ-

সভাপতি নজরুল ইসলাম, রাজিব মল্লিক ওয়াসিম রয়েল, সুকমল চন্দ্র দাস বাঁধন, আব্দুল হান্নান, ইমতিয়াজ রয়েল, সাব্বির আলীম, ফরহাদ হোসেনসহ অনেকেই।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন সাংবাদিকরা জাতির দর্পণ। সমাজের অসঙ্গতি, দুর্নীতি ও অন্যায়কে তুলে ধরতে গিয়ে বারবার আক্রমণের শিকার হচ্ছেন তারা। কিন্তু কলমের শক্তিকে রুখে দেওয়া যায় না। চঞ্চল মেহেমুদের ওপর হামলা কেবল একজন ব্যক্তির ওপর আক্রমণ নয়, বরং গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধের নোংরা প্রয়াস।

সভায় বক্তারা স্পষ্ট হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, সাংবাদিক সমাজ ঐক্যবদ্ধ। কোনো ষড়যন্ত্র বা হামলায় তারা দমে যাবে না। দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা না হলে আরো কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

“আমরা আলমডাঙ্গার সন্তান” সংগঠনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

আলমডাঙ্গায় সামাজিক সংগঠন ‘আমরা আলমডাঙ্গার সন্তান’ এর উদ্যোগে “সবুজায়ন ও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি” কর্মসূচীর অংশ হিসেবে আলমডাঙ্গা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকালে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা সরকারি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন, শেখ আব্দুল জব্বার,খোঃ শান্তন, শেখ আমিনুল ইসলাম (লিন্টু), মোশতাক আহমেদ (অঞ্জন), মেহেদী হাসান, আব্দুল্লাহ আল মামুন সোহেল, খোঃ এনায়েত সালেহীন (খসরু), রেজোয়ানুল আবেদ তুষার, খোঃ আলিফ, মাহাদী হোসেন মহান সহ আরও অনেকে।

ঢাকাস্থ আলমডাঙ্গার বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষেরা

ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজ জন্মভূমির জন্য ভাল কিছু করার প্রত্যাশা নিয়ে গড়ে তুলেছে সামাজিক সংগঠন আমরা আলমডাঙ্গার সন্তান। “আলমডাঙ্গার মানুষের মঙ্গলের জন্য,সেবামূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে এগিয়ে যাবে এই সংগঠন ” বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন সংগঠনের সদস্যরা ও সমাজের সুধীজন।

জীবননগরে জেলা বিএনপির সভাপতির বাড়িতে পূজা পুনর্মিলনী ও মতবিনিময় সভা

ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-কোষাধ্যক্ষ,জেলা বিএনপি ও বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু’র উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জীবননগর,দামুড়হুদা,চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা,দর্শনা থানা সহ তিতুদহ-বেগমপুর-গড়াইটুপি ইউনিয়নের সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের সাথে শারদীয় দুর্গা উৎসব শেষে পূজা পূর্ণমিলনী ও মতবিনিময় সভা করেন।

শুক্রবার সকাল ১১ টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু’র আন্দুলবাড়ীয়াস্থ নিজ বাসভবনে এ সভার আয়োজন করা হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদে বাবু জয়ন্ত কুমার সিংহ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ মিল্টন,জীবননগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাহজাহান আলী। উক্ত অনুষ্ঠান শেষে চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের মধ্যে ৫৬ টি পূজা মন্ডপে আর্থিক অনুদান প্রদান করেন

উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন,জেলা হিন্দু,বৌদ্ধ,খ্রিস্টান ফান্ডের সভাপতি উৎপল বিশ্বাস,জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ

সম্পাদক উত্তম দেবনাথ,বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাবু হেমন্ত কুমার সিংহ রায়,বাবু সুরেশ কুমার আগরওয়ালা,যাদব কুমার প্রামানিক,স্বপন চক্রবর্তী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা পলাশ কুমার সাহা,জীবননগর উপজেলা কমিটির বাবু রমেন কুমার বিশ্বাস,জীবননগর উপজেলা পূজা উৎযাপন কমিটির সভাপতি সুশান্ত সাহা,সাবেক সভাপতি বিজয় কুমার হালদার,দর্শনা পৌর থানা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি বাবু স্বরূপ কুমার দাস,গীতা পাঠ করেন পুরোহিত স্বপন চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আগামিতে বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে দলমত নির্বিশেষে সকলকে সাথে নিয়ে এলাকায় উন্নয়ন মূলক কাজ করবো।

কোন জাতি গোষ্ঠী নয় সমাজে আমরা একে অপরের হয়ে থাকবো।

মুসলিমরা যেমন ঈদগায় যেয়ে নামাজ পড়ে সেখানে কোন পাহারাদার দিতে হয় না। তা হলে পুজা হলে কেন মন্দির পাহারা দিতে হবে।এগুলো আমাদের সচেতনতার অভাব এগুলো সব ঠিক হয়ে যাবে তার জন্য আমাদের সকলকে ভালো মনের মানুষ হতে হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা উপজেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবু হেমন্ত কুমার সিংহ রায় ও বাবু নারা ।

আলমডাঙ্গায় জমি বিরোধে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৩

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে এক নারীসহ অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে কেশবপুর গ্রামে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। একপর্যায়ে সংঘর্ষে জিয়াউর রহমান (৪০) দা’র আঘাতে রক্তাক্ত জখম হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হারদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একই গ্রামের মৃত দেলবার মণ্ডলের ছেলে জাদু-কদু-মধুদের কাছ থেকে প্রায় সাড়ে সাত কাটা জমি ক্রয় করেন জিয়াউর রহমান। কিন্তু দীর্ঘদিন জমি দখল বুঝে না পাওয়ায় তিনি কোর্টে মামলা করেন। এর ধারাবাহিকতায় এ সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে।

এদিকে বিকেল ৩টার দিকে ফের সংঘর্ষ বাঁধে। এসময় ঘরবাড়ি ভাঙচুর, ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হন মৃত দেলবার হোসেনের ছেলে কদু আলী (৪৫) এবং সোনাউল্লাহর স্ত্রী ফিছবি (৫৫)। স্থানীয়রা তাদেরকেও উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

বর্তমানে কেশবপুর গ্রামে পরিস্থিতি উত্তপ্ত রয়েছে। উভয় পক্ষই মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, ঘটনার বিষয়ে অবগত আছি এবং সার্বক্ষণিক নজরদারি করছি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।